দৈনিক বাংলা

শিক্ষা তথ্য ও পরি...
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

7 MAY 1987
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... ৯ ... কলাম ২ ...

৭

২৮ শে বৈশাখ ১৩৯৪

ডেট লাইন সিলেট

ইন্টারন্যাশনাল স্কুল নিয়ে বিতর্ক

॥ জহিরুল হক ॥

সিলেট, ৬ই মে :— একটি প্রতিষ্ঠান এখানে দারুণ বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। স্থানীয় সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠন, সাংস্কৃতিক মহল—সর্বত্র এই প্রতিষ্ঠান নিয়ে চলছে ব্যাপক আলোচনা। চলছে বিবৃতি ও পাল্টা বিবৃতি দেয়ার ঝড়। কেউ এর পক্ষে, কেউ বিপক্ষে। বিতর্কিত প্রতিষ্ঠানটির নাম সিলেট ইন্টারন্যাশনাল স্কুল।

প্রবাসীদের ছেলেমেয়েদের দেশী পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম করার লক্ষ্যে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর বয়স মাত্র কয়েক মাস। উদ্যোগ সম্পূর্ণ বেসরকারী। তবে ডেপুটি কমিশনার স্কুল পরিচালনা কমিটির প্রধান।

উদ্যোক্তাদের যুক্তিঃ প্রবাসী সিলেটীরা বিদেশে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে সমস্যার সম্মু-

৫-এর পৃঃ দ্রঃ

(১-এর পৃঃ পর)

খীন। দেশে আভিভাবকের অভাবে এদের লেখাপড়া হয় না। বিদেশের স্কুলে নিয়ে ভর্তি করা হলে এরা দেশের মাটির সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলে। এরা তখন না হয় বাংলা দেশী, না হয় বিলাতী। এদের নিয়ে তৈরি হয় নতুন সামাজিক সমস্যা। অন্যদিকে, দেশের স্কুল থেকে এদেরকে বিদেশ—বিশেষ করে বিলাতের স্কুলে নিয়ে ভর্তি করাও সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ এদের বয়স বেড়ে যায়। এরা ইংরেজী জানে না।

প্রবাসীদের এই সমস্যার কথা বিবেচনা করেই ইন্টারন্যাশনাল স্কুল স্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষার মাধ্যম—ইংরেজী। পদ্ধতিও বৃটিশ। 'এ' লেভেল, 'ও' লেভেল সার্টিফিকেট দেয়া হবে এই স্কুল থেকে। ঢাকাস্থ বৃটিশ কাউন্সিল এ ব্যাপারে সহযোগিতা করবে। উদ্যোক্তারা বলেন, বৃটিশ পদ্ধতির শিক্ষায় দুই ফল পাওয়া যাবে। কোন প্রবাসী ইচ্ছা করলে বিদেশ থেকে তার সন্তান এই স্কুলে পাঠাতে পারবেন। এতে পদ্ধতি কিংবা শিক্ষার মাধ্যমগত কোন সমস্যায় তার সন্তানকে পড়তে হবে না। অন্যদিকে কোন প্রবাসী তার সন্তানকে এই স্কুল থেকে নিয়ে সরাসরি বিদেশের কোন স্কুলে ভর্তি করতে পারবেন। এতেও কোন সমস্যা হবে না.

যারা এই স্কুলের বিরুদ্ধে তাদের যুক্তিও ফেলে দেয়ার নয়। তারা বলেন, প্রবাসীদের ছেলেমেয়েদেরকে দেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে একাত্ম করতে হলে এদেশের পদ্ধতি ও পরিবেশেই তাদের শিক্ষিত করতে হবে। সিলেটে রেখে তাদেরকে বিলাতী বানানোর অপচেষ্টার কোন মানে হয় না। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও ৩৪ জন স্থানীয় সাংবাদিকের কয়েকটি বিবৃতি আমার চোখে পড়েছে। বিবৃতিদাতারা বলেছেন, সরকার যেখানে সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা ব্যবস্থায় সমতা ও সমন্বয় সাধনের কথা বলছেন, বলছেন একই পাঠ্যক্রম চালুর কথা, যেখানে সর্বত্র রাষ্ট্রীয় ভাষা বাংলা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, সেখানে হঠাৎ করে কিছু লোকের বৃটিশ পদ্ধতির 'ইন্টারন্যাশনাল স্কুল' স্থাপনের উদ্দেশ্য কি?

এরা মনে করেন, প্রবাসীদের নাম ভাঙিয়ে সিলেটের সামাজিক জীবনে একটা নতুন শ্রেণী সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই স্কুলটি স্থাপন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। অতীতে অনেক মহতী উদ্যোগের নামে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থ হাসিলের নজীরের কথাও বিভিন্ন বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। বিবৃতিদাতারা একটি ইংরেজী মাধ্যমের বেসরকারী স্কুলের পেছনে স্থানীয় সরকারী প্রশাসনের সক্রিয় সহযোগিতার নিন্দা করেছেন।

এই স্কুল স্থাপনের ব্যাপারে সক্রিয় ব্যক্তিবর্গের একজন এসব বিবৃতিতে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, ঢাকা ও চট্টগ্রামে এ রকম ১৭টি স্কুল আছে। তা নিয়ে তো কোন হৈ চৈ হয় না। তার সঙ্গে স্কুল নিয়ে আমার বিশদ আলোচনাকালে তিনি জানান, কেউ না থাকলে তিনি একাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুল দাঁড় করাবেন। কোন বিরুদ্ধ মত তাকে দমাতে পারবে না।

পক্ষে-বিপক্ষে প্রবল বিতর্কের মধ্যেও সিলেট ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে ১৫০ জন ছাত্রছাত্রী এবার ভর্তি হয়েছে। স্কুলটি চালু হয়েছে আপাততঃ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। উদ্যোক্তাদের একজন জানান, এদের অনেকেই এসেছে বিদেশের স্কুল থেকে। শিক্ষক শিক্ষিকাদের বেতন মোটা। ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি ও টিউশন ফি সাধারণ মানুষের কল্পনার বাইরে।

সিলেট ইন্টারন্যাশনাল স্কুল নিয়ে শহরের বিভিন্ন মহলে ব্যাপক আলোচনার কারণ, আমার মনে হয়েছে—একটা সন্দেহ। অনেকেই সন্দেহ করছেন, উদ্যোক্তাদের মধ্যে কেউ হয়ত স্কুলের জমি দখলে নিতে চান। এই সন্দেহ হয়ত একেবারেই ভিত্তিহীন। তবে সন্দেহের একটা কারণ হল—যে জমি ও ভবনে ইন্টারন্যাশনাল স্কুল চালু হয়েছে তা উদ্যোক্তাদের কেনা নয়। শহরের ঐতিহ্যবাহী খাজাঞ্চী বাড়িতে চালু হয়েছে স্কুল। জমির পরিমাণ ১৬৫ ডেসিমেলেরও বেশি। ভবন সহ দাম কোটি টাকার ঊর্ধ্বে।

সিলেটের অন্যতম চা বাগান মালিক নির্মল চৌধুরীর কাছ থেকে ১৯৫৮ সালে তদানীন্তন সরকার বাড়িটি রিকুইজিশন করে ইপিআর-এর জন্যে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী সেনারা তাকে খুন করে। এরপর ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত বিডিআর বাড়িটিতে ছিল। নির্মল চৌধুরীর বিধবা মিসেস শুক্লা চৌধুরীর বক্তব্য, বিভিন্ন সময় তিনি বাড়িটি ফিরিয়ে দেয়ার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছেন। তার আবেদনে সাড়া না দিয়ে বাড়িটি জনসংযোগ অফিস, দুর্নীতি দমন অফিস ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অফিসের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়। ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বরে দুর্নীতি দমন অফিস অন্যত্র চলে যায়। তখন তিনি পুনরায় বাড়িটি ফেরত চান। কিন্তু দেখা যায়, একটি নতুন সাইন বোর্ড—'দি সিলেট ইন্টারন্যাশনাল স্কুল'। স্থানীয় প্রশাসন বাড়িটিতে একটি প্রাইভেট স্কুল করার অনুমতি দেন।

এই স্কুলের একজন উদ্যোক্তা আমাকে বলেন, সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে তারা বাড়িটি জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছেন। জমি দখলের অভিপ্রায় তাদের নেই।